দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি খন্দকার শওকত আলীর জানাজায় হাজারো মানুষের ঢল

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সমন্বয়ক কমিটির সদস্য হাজী খন্দকার শওকত আলী আর নেই। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে অসুস্থ হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন হাজী খন্দকার শওকত আলী। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে দর্শনা পৌর বিএনপির নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে দলীয় নেতাকর্মী, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা মরহুমের বাড়িতে ছুটে আসেন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

হাজী খন্দকার শওকত আলীর মৃত্যুতে জেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দর্শনা পৌর এলাকায় বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে হাজী খন্দকার শওকত আলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর রাজনৈতিক অবদান দলীয় নেতাকর্মী ও স্থানীয় মানুষ দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

মঙ্গলবার বাদ আসর দর্শনা বাজার মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেন। পরে দর্শনা মোবারকপাড়া কবরস্থানে বেদনাবিধুর পরিবেশে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

জানাজায় বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি ওহেদুজ্জান বুলা, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম

পিটু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হাশেম রেজা, উপজেলা সাবেক চেয়ারম্যান ফজলু রহমান, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আহম্মেদ আলী, চুয়াডাঙ্গা বার কাউন্সিলের পিপি অ্যাডভোকেট শাহাজাহান মকুল, এপিপি আব্দুর রউফ, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান, দর্শনা কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস ও সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন এবং সাংবাদিক শরীফ উদ্দীন।

এ ছাড়া জেলা, উপজেলা ও থানা বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন দর্শনা বাজার কমিটির সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন রতন এবং সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন।

মেহেরপুরে জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় মেহেরপুর বিএনপির কার্যালয়ে জিয়া মঞ্চ জেলা শাখার উদ্যোগে এ আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মো. সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আজকে তথাকথিত কমিটির নামে হাইব্রিড কিছু লোক হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে এসে বিএনপিকে নেতৃত্ব দিতে চাইছে। শহীদ জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন

এবং তারেক রহমান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশপ্রেমিক, সৎ ও ত্যাগী নেতাকর্মী ছাড়া সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, আগে যখন আমরা কোর্টে বিভিন্ন মামলার হাজিরা দিতে যেতাম, তখন আমাদের কটাক্ষ করা হতো আজও আপনারা বিএনপি করেন। আর আজ তারা নিজেদের বিএনপি নেতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। গত ১৬-১৭ বছর আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা নির্যাতন, জেল-জুলুম সহ্য করে বিএনপিকে টিকিয়ে রেখেছি। আজ আমরা হাইব্রিডদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি না।

জাহাঙ্গীর বিশ্বাস আরও বলেন, আমাদের লড়াই অব্যাহত আছে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থেকে তারেক রহমানের ৩১ দফার মধ্য দিয়ে আমরা সেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

আলোচনা সভায় জিয়া মঞ্চের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। এ সময় জিয়া মঞ্চ, বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গুপ্ত ও সুপ্ত সংগঠনের ঐক্যে বিএনপির প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছে

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’ দুটি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপির প্রার্থীদের পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের পরাজিত শক্তি এবং ২০২৪ সালের পরাজিত শক্তির ঐক্য অনেক পুরোনো। এই ঐক্যের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে অজানা হলেও বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিষয়টি ভালোভাবে জানেন।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুরে সাংগঠনিক সফর উপলক্ষে জেলা বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, “আজ যারা নিজেদের আশির দশকের ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন, তাদের সেই সময়ের ইতিহাসও আমাদের অজানা নয়। আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং একটি নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা বিনির্মাণের সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, অন্যদিকে শেখ হাসিনা আন্দোলন-সংগ্রাম করছিলেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের পেছনে কারা ছুরি চালিয়েছিল, সেটিও ইতিহাসের অংশ।”

তিনি বলেন, ১৯৮৬ সালে এরশাদের পাতানো নির্বাচনে কারা অংশ নিয়েছিল, সেই ইতিহাস সামনে আনলে ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’ সংগঠনের ঐক্যের পুরোনো ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমান সময়েও সেই পুরোনো ঐক্য নতুন করে সক্রিয় হয়ে সাত মাস বয়সী একটি সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং নির্বাচনের আগে ও পরে পরিবর্তিত সরকারকে অস্থিতিশীল করার একটি সুপরিকল্পিত অংশ। তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিকভাবে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে জনগণের ভোটাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, “মনে রাখবেন, তাদের রাগ যতটা বিএনপির প্রতি, তার চাইতে বেশি রাগ বাংলাদেশের জনগণের প্রতি।” তিনি অভিযোগ করেন, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদর্শ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়, তারাই জনগণের ভোটাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার রাজনীতি করেছে।

তিনি বলেন, তারা যদি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বিশ্বাস করত, তাহলে ২০১৪ সালের নির্বাচন আয়োজন করত না। পরবর্তী সময়ে দিনের ভোট রাতে করার যে অভিযোগ উঠেছিল, সেটিও তাদের রাজনৈতিক চর্চার অংশ ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, এসব কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ভোটাধিকার থেকে দূরে রাখা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্টরা ধারণা করেছিল, বাংলাদেশের জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে বিএনপিকে ভোট দেবে। এ কারণেই তারা

দীর্ঘদিন ভোটবিমুখী রাজনৈতিক চর্চা করেছে। কিন্তু যখন জনগণকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি, তখন ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’ সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

তিনি আরও বলেন, জনগণ এখন এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। কথিত ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো ধরনের অপপ্রচার বা বিভ্রান্তি দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, দেশের জনগণ তাদের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। জনগণের ওপর আস্থা রেখে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। কোনো ষড়যন্ত্র বা বিভ্রান্তির মাধ্যমে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ আমজাদ হোসেন। এছাড়া জেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে বিএনপির জনসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপির ৩১ দফা ও দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব জনগণের মাঝে তুলে ধরতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং শ্যামপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য পাঞ্জাব মণ্ডল।

শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘এ দেশে ভারতের রাজনীতি চলবে না। বাংলাদেশের জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কষ্ট করেছেন। তিনি যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না দিতেন, তাহলে আমরা সিকিমের মতো অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতাম।’

তিনি আরও বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষকই নন, তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সেক্টর ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন। মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি চাইলে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে দেশের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের কাছে হস্তান্তর করেছেন।’

কামরুল হাসান বলেন, ‘পরবর্তীতে আমাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপনাদের জন্য কষ্ট করেছেন। সর্বশেষ বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানও আপনাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাই এই দেশকে যদি রক্ষা করতে চান, এই দলকে যদি রক্ষা করতে চান এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন চান, তাহলে আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

জনসভায় উপস্থিত বিএনপির নেতাকর্মীরা বলেন, আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দল থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, জনগণ যেন তাকেই ভোট দেন। এ সময় তারা শ্যামপুর ইউনিয়নের বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে সাহিদুল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির বাসভবন বঙ্গভবনে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে জাভেদ মাসুদ মিল্টন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সঙ্গে মেহেরপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন বলে জানা গেছে।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মৎস্য অবমুক্ত করল মৎস্যজীবী দল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মৎস্য অবমুক্ত করা হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটিকামারী জলমহলে এ মৎস্য অবমুক্ত করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনারুল হক কালু, ‘জনতার চেয়ারম্যান’ শফিকুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য কিয়ামদ্দিন, সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা মৎস্যজীবী দলের অন্যতম নেতা মো. মুখলেসুর রহমান জাফর এবং চাঁদবিল মৎস্যজীবী দলের অন্যতম নেতা মো. সাব্দার আলী।

এ সময় যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, মৎস্যজীবী দল, তাঁতী দলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

গাংনীতে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হবে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ

মাস্টারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা আবু সায়েব পল্টু, সাবেক ইউপি সদস্য শফিকুর রহমান টমা, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মুস্তাক আহমেদ, নুর ইসলাম, রাশেদ আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল শাওন, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ, জাসাসের শরীফ আলভী, সাবেক ইউপি সদস্য লিটন, কাথুলী ইউপি বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক সিরাজুল ইসলামসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিএনপিকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। একই সঙ্গে দলের নেতাকর্মীদের অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, “বিএনপির কমিটি গঠন করে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। কার কত ভোট রয়েছে, তা সাংগঠনিকভাবে প্রমাণ করতে হবে। তিনি বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, তবে নিজে কোনো অন্যায় করা যাবে না। কোনো অন্যায়ের অভিযোগ থাকলে তা জানালে প্রতিকার না হলে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।”

জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বলেন, “বিএনপিকে ভোট না দিলে কি বিএনপি থাকা যায় না, বিএনপির করা যায়? একটি মহল বিএনপিকে ভোট না দিয়েও দলের পদ-পদবি ব্যবহার করে সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন।”

আলোচনা সভায় বিএনপির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শেষে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে নেতাকর্মীরা দলকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত

করেন।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে জেলা বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি থেকে ইসলামনগর যাওয়ার রাস্তার দুপাশে এ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ. বাকাবিল্লাহসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মী।

এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীরা রাস্তার দুপাশে গাছের চারা রোপণ করেন।

মেহেরপুরে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড় বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে জেলা, উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপির বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। এ সময় নেতাকর্মীদের বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহরের প্রধান সড়কগুলো।

র্যালির আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ‘আপনাদের লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ আপনারা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বসবাস করছেন। বিএনপির জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দিনেই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।’

জননেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের বিএনপির প্রতি অনেক প্রত্যাশা রয়েছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের মানুষ বিএনপির ওপর আস্থা রাখে।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘৪৮ বছর আগে বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন দেশে বিচার ও আইনের শাসন ছিল না, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। বর্তমানে বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল।’

তিনি বলেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএনপি কাজ করছে।

কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বেতন এবং খাল খননসহ ৩১ দফার কর্মসূচি তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাস্তবায়ন করা হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক

লিটন, রুমানা আহাম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক শাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা বিএনপির জাসাস সদস্যসচিব এ. বাকা বিল্লাহসহ বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

জেলা, উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে র্যালিটি শহরে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মেহেরপুরে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মসূচির আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়া এলাকায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা ও বিএনপির দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পতাকা উত্তোলনের পর বৃষ্টির কারণে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সুজন, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান অশেষ, জেলা জিয়া মঞ্চের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবু, সদস্য

সচিব সাইদুর রহমান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে বৃক্ষরোপণ, মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, ভৈরব নদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মিছিল এবং সভা-সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।